জোয়ান অব আর্ক

বিপুলরঞ্জন সরকার

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন	৯
ইতিহাসে এক এবং অনন্য	১১
সমসাময়িক ফ্রান্সের ইতিকথা	১৩
জোয়ানের জন্ম	১৯
দৈবাদেশপ্রাপ্তি	২১
রাজসন্নিধানে	২৪
সামরিক বাহিনীতে	২৭
অর্লিয়েন্সের যুদ্ধ	৩০
জারগিউ অভিযান	৩৬
পাটায় অভিযান	৪২
সপ্তম চার্লসের অভিষেক	৪৬
প্যারিস অভিযান	৪৯
কমপেন অভিযান এবং বন্দি জোয়ান	৫৫
জোয়ান অব আর্কের বিচার	৫৯
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দৃশ্য	৭০
পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ	৭৪
মূল্যায়ন	৭৬
শব্দার্থ	৭৮
উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি	৮০
জোয়ান অব আর্কের প্রবাদপ্রতিম কয়েকটি উক্তি	৮২
গ্রন্থপঞ্জি	৮৪

॥ এক ॥

প্রাক্‌কথন

ফ্রান্সে জোয়ান অব আর্ক জাতীয় বীরাঙ্গনা। ক্যাথলিক সন্তও বটে। ফ্রান্সের পূর্ব দিকে পঞ্চদশ শতকে জাত জোয়ান দৈবাদেশে চালিত বলে দাবি করেন। শতবর্ষের যুদ্ধের সময় তিনি ফরাসি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও লাভ করেন। তাঁরই প্রয়াসে সপ্তম চার্লসের সিংহাসনে অভিষেকের পথ সুগম হয়। কিন্তু বার্গান্ডিয়ানরা তাঁকে বন্দি করতে সক্ষম হয়। তারা তাঁকে পরম শত্রু ইংলন্ডের কাছে বিক্রি করে দেয়। একটি ধর্মীয় আদালতে তাঁর বিচার হয়। বিচার অর্থাৎ বিচারের নামে চরম প্রহসন হয়। আদালত তাঁকে মরণ খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জ্বালিয়ে হত্যার আদেশ দেয়। যখন এই আদেশ কার্যকর করা হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ। তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর পোপ সমগ্র বিচার পর্ব পর্যালোচনা করেন এবং তাঁকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন। তাঁকে শহীদের মর্যাদা দান করা হয়। প্রায় পাঁচশো বৎসর পর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ভ্যাটিকান ঘোষণা করেন, জোয়ানের স্বর্গসুখ প্রাপ্তি ঘটেছে (Beatified)। ১৯২০ তে তাঁকে সন্ত (Canonized) বলে ঘোষণা

করা হয়। তিনি ফ্রান্সের বিশিষ্ট সন্ত সেন্ট ডেনিস, সেন্ট মার্টিন, সেন্ট লুইস নবম এবং লিসেক্সের সেন্ট টেরেসার সঙ্গে অতিবিশিষ্ট সন্ত রূপে পরিগণিত হন।

সভ্যতার ইতিহাসে এই মহীয়সী নারী এক এবং অনন্যা। প্রায় ছশো বছর আগে প্রাক মধ্যযুগের ইউরোপ যখন গভীর কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসে ডুবে রয়েছে, তখন এ ধরনের এক ব্যতিক্রমী কিশোরীর আবির্ভাব অত্যাশ্চর্য এক ঘটনা। তাঁর আবির্ভাব ফ্রান্স তথা ইউরোপের আকাশে ধূমকেতু সদৃশ। তাঁর তিরোভাব উল্কার মতো-আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে, মুহূর্ত পরে তাঁর অন্তর্ধান। ইতিহাস অনুরূপ কর্মকাণ্ডে গৌরবান্বিত অপর কোনো নারীর সন্ধান জানে না।

॥ দুই ॥

ইতিহাসে এক এবং অনন্য

প্রেরণাময়ী এই নারীর সংক্ষিপ্ত জীবন ঘটনা ঘনঘটায় পূর্ণ।

জোয়ানের জীবন এবং সমসাময়িক ইতিহাসের অনেকগুলি নির্ভরযোগ্য সূত্র বর্তমান। এরই ভিত্তিতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ একটা চিত্র অধুনা আমরা পাই। এরমধ্যে রয়েছে ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে জোয়ানের যে বিচার হয় তার বিবরণ। ১৪৫০ এবং ১৪৫২তে জোয়ানের মরণোত্তর তদন্তকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেগুলিও সহজলভ্য। ১৪৫৫-৫৬ তে যুদ্ধোত্তর যে আবেদন করা হয় সেটি আরেকটি সূত্র। তাছাড়া পাওয়া গেছে প্রচুর চিঠিপত্র, অনেক বিবরণ এবং হাজার হাজার সামরিক নথি। এগুলি একত্র সন্নিবেশিত করে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা অনেকটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের সঙ্গে তুলনীয়। যারা তাঁকে দেখেছে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে অথবা তাঁর বাহিনীতে সেনাপতি বা সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছে তাঁদের দেওয়া জীবন্ত বিবরণও পাওয়া গেছে।

আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে জোয়ান অব আর্ক অতি বিশিষ্ট

একটি নাম। ইতিহাসের অনেকটা স্থান তিনি দখল করে রয়েছেন। যুগে যুগে সাধারণ মানুষ থেকে রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। নেপোলিয়ন থেকে আধুনিক ফরাসি রাজনীতিবিদ প্রত্যেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত মস্তক। বিশ্ববিখ্যাত অনেক কবি, দার্শনিক, নাট্যকার ও লেখকের রচনায় জোয়ান অব আর্কের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের কথা এখানে বলা হয়েছে। শেকসপীয়র 'Henry VI, Part I, ভলতেয়ার La Pucelle d'Orleans, শিলার Die Jungfrau von Orleans, মার্ক টোয়েন Personal Recollections of Joan of Arc, জাঁ আনুই L'Alouette, বার্টল্ট ব্রেশ্‌ট Die heilige Johanna der Schlachthofe, , ম্যাক্সওয়েল অ্যান্ডারসন্ Joan of Lorraine এবং জর্জ বার্ণার্ড শ' Saint Joan নাটক/গ্রন্থে জোয়ান অব আর্কের চরিত্র তুলে ধরেন। এছাড়া বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সঙ্গীত, নাটক, ভিডিও, টেলিভিশন, থিয়েটার এবং চলচ্চিত্রে জোয়ান অব আর্কের জীবন চিত্রায়িত ও চর্চিত হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য। এ সবের ওপর ভিত্তি করেই জোয়ানের জীবনের কথা। সংক্ষিপ্ত ১৯ বৎসরের এমন ঘটনাবহুল এবং আত্মত্যাগী চরিত্র একান্ত দুর্লভ বলেই ইতিহাসে তিনি এক এবং অনন্য।

॥ তিন ॥

সমসাময়িক ফ্রান্সের ইতিকথা

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ফ্রান্সকে আদৌ কোনো দেশ বলা যাবে কিনা ভাবতে হবে। না ছিল কোনো অভিন্ন ভাষা, না সীমান্ত। যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। প্রায়ই সীমান্ত বদল হত। দেশের একমাত্র ঐক্যের বন্ধন ছিল রাজা। তাও তিনি নাম কে ওয়াস্তে। কোনো একটা প্রদেশে হয়তো কোনো সামন্ত প্রভু খুবই শক্তিশালী, আবার পার্শ্ববর্তী প্রদেশে কোনো ডিউক অথবা কাউন্ট শক্তিশালী। এভাবে নানা টুকরো। তাদের মধ্যে রাজার প্রতি কেউ কেউ আনুগত্য দেখাতেন, আবার কেউ তাচ্ছিল্য করতেন। শক্তিশালী কোনো সামন্ত প্রভু হয়তো রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। আবার কোনো প্রদেশ থাকত ইংরেজদের দখলে। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের ফলে হামেশাই রাজ্যের রং বদলে যেত। কখনও রাজার দাপট বাড়ত আবার কখনও ডিউকের দাপট। ফ্রান্সের শহরগুলি ছিল বৈচিত্র্যময় এবং সংখ্যায়ও বেশি। মজাটা ছিল শহরগুলির অধিকাংশই কোনো স্বাধীন সামন্ত প্রভুর অধীন এবং সেখানে রাজার আধিপত্য খাটতো না। কোনো কোনো শহরে থাকত পরিষদ বা সভা। অভিজাতদের আধিপত্যই

ছিল শেষ কথা। সবাই সৈন্য পুষতো। সবার চর অনুচর সবই ছিল। অনুশাসন ছিল, বিভিন্ন শহরের কর্তৃত্ব যাদের হাতে তারা রাজার প্রতি অনুগত থাকবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ছিল কে কাকে কত বেশি দমিয়ে রাখতে পারে - তার প্রতিযোগিতা। রাজার কর্তৃত্ব বেশি হলে শহর বা প্রদেশের সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য খর্ব হবে এই ভয়ে তারা দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় চেতনা বা দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটতে দিত না। উলটে তারা চেষ্টা করত দেশপ্রেমের বদলে এলাকাবাসীদের একটা অহংকারবোধ বা অভিমান জাগিয়ে তুলতে।

ফ্রান্স ইংল্যান্ডের মতো বা তার চেয়ে অনেক বেশি জনবহুল এবং ধনী হলেও প্রায়ই ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হত। ইংল্যান্ড তুলনামূলকভাবে অখণ্ড হওয়ায় অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এর কারণ দেশটা ছিল কেন্দ্রীয় এক শাসনের অধীন যা কিনা ফ্রান্সে ছিল না। একথা ঠিক, ইংলন্ডের অভিজাতরা ফ্রান্সের বার্গান্ডি অথবা ব্রিটানির ডিউকদের মতো এককভাবে এতটা শক্তিশালী ছিল না। শহর বলতে লন্ডন। অন্যান্য শহরগুলি ছিল খুবই ছোটো। এখানে ফ্রান্সের মতো এত বেশি সংখ্যক বড়ো শহর ছিল না। আবার ফ্রান্সের বড়ো শহরগুলির মতো তারা স্বাধীনও ছিল না। ইংলন্ডে ভাষাগত ঐক্য ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি এবং একাংশের মানুষের সঙ্গে অপরাংশের মানুষের ভাবের আদানপ্রদান, ঐক্য এবং সংহতি ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি।

পঞ্চম চার্লসের রাজত্বকালে (১৩৬৪-১৩৮০) ফ্রান্সে দাগেসক্লিনের বীরত্বের ফলে অনেক ভূখণ্ডকে রাজ্যভুক্ত করা সম্ভব হয়। তিনি হারানো জমি পুনরুদ্ধার করা ছাড়াও ফ্রান্সের প্রশাসনকে সংগঠিত করবার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেন। তিনি চেষ্টা করেন অর্থনীতিকে সুসংহত করে সবার জন্য ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করতে। প্রায় দেড় শত বৎসর সময়কালের মধ্যে ফ্রান্সে তিনিই একমাত্র রাজা যিনি দক্ষ বলে গণ্য হতে পারেন। তাছাড়া এই পর্বে অন্যান্য যাঁরা রাজত্ব করেছেন, তাঁরা সবাই ফ্রান্সের দুর্দশা বৃদ্ধি করে গেছেন।

পিতৃবিয়োগের সময় ষষ্ঠ চার্লসের বয়স মাত্র ১২। তার এই নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে তার কাকারা দেশব্যাপী লুণ্ঠন শুরু করে।

তাদের উচ্ছৃংখল আচরণ পঞ্চম চার্লস প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন সব নষ্ট করে দেয়। চারদিকে দেখা দেয় অরাজকতা। বয়স বাড়লে তরুণ ষষ্ঠ চার্লস তার পিতৃদেবের কয়েকজন পুরোনো অনুচরকে ডেকে পাঠান। তিনি নিজে ছিলেন দেহ এবং মনের দিক থেকে খুবই দুর্বল। ৪ বৎসর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়িয়ে তিনি অনেকটা পাগল বনে যান। তাঁর করুণ পরিণতি দেখে তখন অনেকেই স্তম্ভিত। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগে কাকারা এবং অন্যান্য অভিজাতবর্গ ফ্রান্সের যেটুকু ঐক্য অবশিষ্ট ছিল তা বিধ্বস্ত করে দেন। প্রতিষ্ঠিত হয় জোর যার মুলুক তার রাজত্ব। বৎসর কয়েক পরে রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব অর্লিয়েন্স - লুইস ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর, তিনি ছিলেন মেধাবী। এছাড়া তাঁর আচার ব্যবহারের গুণে অনেককেই তিনি কাছে টেনে নিতে পারেন। ইনি ছিলেন রাজার সবচেয়ে ছোটো কাকা, ডিউক অব বার্গান্ডি অর্থাৎ ফিলিপের প্রবল বিরোধী। ফিলিপের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী, জন, যিনি ফিয়ারলেস বা নির্ভীক নামে পরিচিতি লাভ করেন, তিনি তারও বিরুদ্ধে ছিলেন। ডিউক অব বার্গান্ডি ফ্রান্সের যে অংশে রাজত্ব করতেন সে এলাকাটা ছিল বেশ জনবহুল এবং সমৃদ্ধশালী। উত্তরে বাণিজ্য নগরী ফ্ল্যাণ্ডার এবং পূর্বে বার্গান্ডি ছিল তাদের অধীনে। ডিউক অব অর্লিয়েন্সের বিরুদ্ধে ফিলিপ এবং জন নানাভাবে প্রজাদের খেপানোর চেষ্টা করেন। কখনও বলা হয় যে কর দিতে হচ্ছে সেটা অত্যন্ত বেশি এবং সেটা অত্যাচারের সামিল আবার কখনও অন্য কোনো কথা। এভাবে তারা মানুষের অন্তরে যে ক্ষোভ বিক্ষোভ ছিল তাকে ধূমায়িত করে তোলেন। সবচেয়ে বেশি খেপিয়ে তোলেন প্যারিসের জনতাকে। কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে লোক দেখানো শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু সেটা নিছক লোক দেখানো। নভেম্বরের কোনো এক রবিবারে লুই এবং জন একসঙ্গে ভোজন সারলেন, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা দেখালেন, আবার পরের বুধবাব ডিউক জনের লোকজন প্যারিসের রাস্তায় ডিউক লুইসকে হত্যা করলেন। ফ্রান্সে তখনকার মেজাজটাই ছিল এই ধরনের। খুনোখুনি প্রায় গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সে বিশেষ করে প্যারিসকে কেন্দ্র

করে গৃহযুদ্ধের উত্তেজনা চলছে। আজ যুদ্ধ তো, কাল শান্তি, পরশু শান্তিভঙ্গ। এর নিকৃষ্টতম দিকটি হল, কেউ বিপদে পড়লেই বিদেশি ইংরেজদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের সাহায্যে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করত। বিনিময়ে ইংরেজরা ফ্রান্সের কোনো অংশের দখলদারি করলেও তাতে তাদের আপত্তি নেই। এরফলে ইংরেজরা ফরাসি সিংহাসনের ওপর তাদের দাবি করে বসে এবং এই দাবি কখনও ত্যাগ করেনি। প্রথমে অর্লিয়েন্সের ডিউক নেতৃত্বহীনতার জন্য দুর্ভোগের শিকার হন। কিন্তু ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে পরিস্থিতিতে একটু রদবদল ঘটে। অর্লিয়েন্সের তরুণ রাজকুমারের আর্মাগন্যাকের কাউন্টের কন্যা বনির সঙ্গে বিয়ে হয়। এরপর আর্মাগন্যাকের কাউন্ট জনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। আর্মাগন্যাকের কাউন্ট বার্ণার্ড ছিলেন দৃঢ় প্রকৃতির এক অভিজাত এবং প্রবলভাবে স্বার্থপর। এ ব্যাপারে বার্গান্ডির ডিউকের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য ছিল না। তবে তিনি ছিলেন আরও বেশি হিংস্র প্রকৃতির। তিনি অভিযান পরিচালনা করে প্যারিস থেকে জনকে তাড়িয়ে তাঁর নিজের জমিদারিতে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

দ্বিতীয় রিচার্ড এবং চতুর্থ হেনরীর আমলে ইংলন্ডে নানাবিধ সংকট চলতে থাকায় সে সময়ে ফ্রান্সে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পঞ্চম হেনরীর মতো দক্ষ রাজা ইংলন্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে নাক গলানোর সুযোগ পেয়ে যান। তখন আর্মাগন্যাক এবং বার্গান্ডির মধ্যে তুমুল গৃহযুদ্ধ চলছে। তিনি ফরাসি সিংহাসনের ওপর তাঁর দাবি উত্থাপন করেন। তখন ফ্রান্সের সরকার মূলত আর্মাগন্যাকদের হাতে। বার্গান্ডির জন দ্য ফিয়ারলেস কোনোভাবেই চাননি যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির জিতে যাক। তাই তিনি পঞ্চম হেনরীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁর অনুগামীদের ফরাসি সৈন্যবাহিনীতে অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করেন। এরফলে সুশৃংখল ইংরেজবাহিনীর হাতে অ্যাগিনকোর্টে যুদ্ধে ফরাসীরা চরম পর্যুদস্ত হয়। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনেক ফরাসি অভিজাত প্রাণ দেন। বহু সংখ্যককে ইংল্যান্ডে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। ফ্রান্সের এই চরম বিপর্যয়ের দিনেও বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ

মীরজাফরের ভূমিকায় থেকে উৎসব পালন করে। তবে ইংরেজরা তাদের সাফল্য লাভের পরেও প্রায় বৎসরখানেক তেমনভাবে ফ্রান্সের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেনি। তাই আর্মাগন্যাকরা তাদের ভূখণ্ডে আধিপত্য বজায় রেখে বার্গান্ডির সঙ্গে বিবাদ ক্রমশ বাড়িয়েই তোলে। এর ফলে সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে এক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এরপর যখন হেনরী ফ্রান্সের অভ্যন্তরে বিজয় পতাকা উড়িয়ে প্রবেশ করেন তখন দেশবাসী আর্মাগন্যাককেই বেশি দায়ী করে। বিশ্বাসঘাতকতা করে প্যারিসের তোরণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বার্গান্ডিয়ানরা শহরের ভেতরে প্রবেশ করে রাজাকে অবরুদ্ধ করে এবং যথেচ্ছভাবে আর্মাগন্যাকদের ধ্বংস করে। শুধুমাত্র প্রাণে রক্ষা পায় পনেরো বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র - ডওফিন চার্লস। সাহসী এক আর্মাগন্যাক তাঁকে তাঁর বিছানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মধ্য ফ্রান্সে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার তাৎপর্য অপরিসীম। একদিকে জন দ্য ফিয়ারলেসের হাতে বন্দি রাজা। অন্যদিকে রাজপুত্র অপহরণ এতে দুইপক্ষের মধ্যে বৈরিতা আরও বৃদ্ধি পায়। দুর্বল রাজপুত্র তার প্রভুদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। ডিউক অব বার্গান্ডির রাজকীয় আভিজাত্যের চমক দেখে প্যারিসের জনতা, উত্তর ফ্রান্সের কিছু শহর এবং আর কিছু অভিজাত তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। উভয়পক্ষেই প্রবল অভাব ছিল দেশপ্রেমের। এরফলে একদিকে বার্গান্ডি, অন্যদিকে আর্মাগন্যাক উভয়পক্ষই ইংরেজ রাজা পঞ্চম হেনরীকে ফ্রান্সের সর্বোত্তম প্রদেশগুলি উপহার দিতে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। উভয়েই তাঁর সঙ্গে সমঝোতা চান। কিন্তু হেনরী কোনো দিকে দৃকপাত না করে ক্রমশ সামনে এগোতে থাকেন এবং একের পর এক শহরের পতন হতে থাকে। এই দুর্যোগের মুহূর্তে ফরাসিদের মধ্যে দেশের প্রতি একটা ভালোবাসা থাকলেও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর বিশেষ সুযোগ ছিল না। ইতোমধ্যে ইংরেজ অভিযানের মুখে বার্গান্ডি এবং আর্মাগন্যাক দুই পক্ষই অন্তত প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রাথমিক কিছু আলাপ আলোচনার পর বার্গান্ডির